গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের আলোকে বিবেকানন্দ

সুবীর নাগচৌধুরী

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে প্রদত্ত "The absolute and manifestation" বিষয়ে স্বামীজি উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। তিনি বিশেষত শঙ্করাচার্যের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বুদ্ধদেবের অপরিসীম করুণা-স্নিগ্ধ হৃদয়ের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। স্বামীজি বুদ্ধদেবকে অদ্বৈতবাদী এবং হিন্দু ধর্মের সংস্কারক বলে মনে করতেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন "Buddha was a reformer of Hinduism"। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন বুদ্ধদেবই প্রথম অদ্বৈততত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। বুদ্ধদেব মননের চেয়ে আচরণ এবং শাস্ত্রের ঔপপত্তিক দিকের চেয়ে ব্যবহারিক দিকের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট এবং শঙ্করাচার্য আচরণের চেয়ে মনন ও শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিক উপেক্ষা না করলেও তাত্ত্বিক আলোচনাতেই অধিকতর অনুরক্ত। আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্যের মত ও পথের মধ্যে আপাতবিরোধ লক্ষ করা যায়। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের একাধিপত্যের হাত থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষার ব্যাপারে শঙ্করাচার্যের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্বামীজি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত "History of Indian Philosophy" গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের উপর বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব সমর্থন করেছেন। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া "Prolegomena to a history of Buddhist Philosophy" গ্রন্থে একই তথ্য দিয়েছেন। তবে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য এই মত সমর্থন করে না। সর্বধর্ম সমন্বয়ের অদ্বৈতপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবশিষ্য বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবের শাশ্বত বাণী ও আদর্শের জয়গান করেছেন। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। একজন বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক আর অন্যজন সনাতন ধর্মের বেদান্ত ভাষ্যকার, অদ্বৈতবাদী দার্শনিক এবং হিন্দুধর্মের সংকট মুহূর্তে পরিত্রাণকারী কর্মবীর সন্ন্যাসী। বুদ্ধদেব দুঃখদীর্ণ জীবের প্রতি করুণায় বিগলিত হয়ে দর্শন চর্চার চেয়ে দুঃখ ত্রাণের জন্য জীবনচর্যার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। করুণাঘন মহাপ্রাণ বুদ্ধ সে কারণেই হৃদয়সম্পদ ও ব্যবহারিক জীবনচর্চার জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শঙ্করাচার্য সচেতন দার্শনিক। হৃদয়ের প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই। তিনি একান্তভাবেই জ্ঞানের সমর্থক। স্বামীজি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ, মুক্তির ধারণা, জগৎ প্রসঙ্গ সবই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানযোগ-এ সাধারণের বোধগম্য করে আলোচনা করেছেন। স্বামীজি বুদ্ধদেবেরও অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে এক পত্রে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—"বুদ্ধ আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর। আমি বিশ্বাস করি।" বুদ্ধদেব সম্পর্কে স্বামীজি বলেছেন, "It was the great Buddha, who never cared for the dualist gods, and who has been called an atheist and materialist, who yet was ready

to give up his body for a poor goat. ... Wherever there is a moral code, it is a ray of lignt from that man." শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবের পথ অনুসরণ করেই বিবেকানন্দ ভারতের সঙ্কটমুহূর্তে অদ্বৈতবেদান্তের পুনঃপ্রচার করেছিলেন। স্বামীজি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধদেবের মহান হৃদয়ের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের মহাজ্ঞানের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর সমস্ত স্তরের ভারতবাসীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর স্বামীজি ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যথা-পীড়িত নিরুপায় জীবন স্বামীজিকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি নিজের বিবেকের কাছে বারবার অশ্রুবর্ষণ করতেন, "কত দিন প্রভু আর কতদিন এ দৃশ্য দেখতে হবে"—এদের প্রতি সমবেদনার কাতর হয়ে এদের অশ্রুমোচনের চিন্তায় বহু বিনিদ্র রজনী তিনি যাপন করেছেন। আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে দেশবাসীর জন্য স্বামীজির অশ্রুবর্ষণ ও বিনিদ্র রজনী যাপন সম্পর্কে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছিলেন, "তাঁর মুখে এই করুণা মাখা কথা যখন শুনলাম, তাঁর এই মহান বেদনার রূপ যখন চোখে পড়ল তখন ভাবলাম এ তো গৌতম বুদ্ধের অভিব্যক্তি, এ তো বুদ্ধেরই হৃদয়। পরিষ্কার দেখলাম মানবজাতির সমুদয় দুঃখ কষ্ট এসে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল।" আমেরিকায় স্বামীজি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে দীন-দরিদ্র নিপীড়িত মানুষদের কথা উল্লেখ করেছেন—"Feel for the miserable, look up for help—it shall come. I have travelled twelve years with this load in my heart and with this idea in my brain. I have gone form door to door of the so called rich and great with a bleeding heart I have crossed half of the world to the strange land. But I bequeth to you, youngmen, this sympathy this struggle for the poor, the ignorant—the oppressed." আবার যখন স্বামীজি বিশ্বধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অথবা কোনও তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন, অথবা কোনও জাগতিক সমস্যা সমাধানের সন্ধান দিচ্ছেন তখন তাঁর যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং বিচক্ষণ বিচার প্রবণতা তা বার বার আমাদের তীক্ষ্ণধী শঙ্করাচার্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বল্পায়ুকালে স্বামীজি যেভাবে হিন্দুধর্মের সংস্কার করে তার গৌরব ও মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার তুলনা একমাত্র স্বল্পজীবী শঙ্করাচার্যের জীবনের সঙ্গেই মেলে। স্বামীজি জ্ঞান ও হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি এবং তার নিজের জীবনেও শুষ্ক জ্ঞানের চেয়ে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে মনে হয় শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবের মধ্যে স্বামীজি বুদ্ধের প্রতি বেশি অনুরক্ত। ভক্তিযোগ-এ স্বামীজি বলেছেন "আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই আবশ্যক। হৃদয় অবশ্য খুব শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের ভিতর দিয়া জীবনের উচ্চপদে আসীন মহান ভাবসমূহের স্ফুরণ হইয় থাকে। হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার কিছুমাত্র মস্তিষ্ক না থাকে অথচ একটু হৃদয় থাকে তাহা আমি শত শত বার পছন্দ করি। যাহার হৃদয় আছে তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি সম্ভব। কিন্তু যাহার কিছুমাত্র হৃদয় নাই, কিন্তু কেবল মস্তিষ্ক আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।" বুদ্ধের

জীবনের সঙ্গে স্বামীজির জীবনের বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের বিবেক-বৈরাগ্য, সংগঠনশক্তি, মৈত্রীভাবনা ও সর্বজীবের প্রতি মহাকরুণা স্বামীজির জীবনে অপরূপভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বুদ্ধের জন্মকাহিনির পশ্চাতে মায়াদেবীর দৈব স্বপ্নদর্শনের কথা সর্বজনবিদিত। বিবেকানন্দের জন্মের পশ্চাতেও আছে ভূবনেশ্বরী দেবীর প্রতি দৈব অনুগ্রহের কথা। দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের বরেই বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত শিবাবতার বিবেকানন্দের আবির্ভাব। বুদ্ধের দৈহিক মহাপুরুষ লক্ষণের সঙ্গে বিবেকানন্দের দৈহিক যোগীর লক্ষণের সাদৃশ্য ছিল, উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়োচিত মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতা ছিল উভয়েরই মধ্যে। সংকল্পের দৃঢ়তার দ্বারা সিদ্ধার্থ নিজের চেষ্টাতেই অতি সহজে নির্বাণলাভ করতে পেরেছিলেন। স্বামীজির মধ্যেও ছিল একটি ক্ষত্রিয়োচিত জেদি মন, শত বাধাবিপত্তি, স্বামীজিকে সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। উভয়েই বৈরাগ্যের তীব্র প্রেরণায় গৃহত্যাগ করে নিজ মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতার বলে জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ উভয়েই ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর জীব দুঃখে কাতর হয়ে সত্য ধর্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস-ব্রত ধারণের পশ্চাতে মূল প্রেরণা ছিল নিজ নিজ জীবনের সমস্যা-সমাধান—সত্য-বস্তুলাভ, সর্বপ্রকার দুঃখের চির নিবৃত্তি, কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনা সিদ্ধির পর নির্বিকল্প সমাধি বা নির্মাণের প্রশান্তি লাভের পর তাদের বিশাল হৃদয়ে দেখা দিল এক অপার্থিব করুণা ও মৈত্রী ভাবনা। বুদ্ধদেব জীবনে যে সত্য লাভ করেছিলেন, তা জগতে প্রচার করার জন্য করলেন সংঘের প্রতিষ্ঠা। স্বামীজি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধ সংঘের মতো অনেক নিয়মই তাতে প্রচলন করেছেন এবং নিজের মুক্তি ও জগতের হিতকেই মিশনের আদর্শরূপে নির্দেশ করে গেছেন। বুদ্ধের জীবন ও বাণীকে এ যুগে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বুদ্ধাবতার বিবেকানন্দ। একমাত্র বিবেকান্দকে দেখেই বুদ্ধের হৃদয়ের মহাকরুণার ধারণা করা সম্ভব। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, বীর্যে, প্রচারে, জ্ঞানে, স্বামীজি বুদ্ধের সার্থক প্রতিমূর্তি। ❑

তথ্যঋণ ঃ—

১। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৩। The Master As I saw him — Sister Nivedita.

৪। বিশ্ববিবেক—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর।

৫। বুদ্ধ হৃদয় বিবেকানন্দ—সচ্চিদানন্দ ধর।

৬। নর্থস্টার পত্রিকা ও দৃষ্টান্ত পত্রিকা